



145214 - ভাড়াটয়ীর কাছে পাওনা ভাড়ার বদলে ভাড়াটয়ীর ফলে যাওয়া জনিসিপত্র কী গ্রহণ করা যাবে?

প্রশ্ন

আমার ভগ্নপিতরি ফ্ল্যাট আছে। দুই যুবক তার কাছ থেকে ভাড়া নিয়েছে। কিন্তু, বেশিরভাগ মাসে তারা ভাড়া পরিশোধ করে না। সম্প্রতি তাদের একজন গ্রফেতার হয়েছে। অন্যজনের কাছে আমার ভগ্নপিতা ভাড়া চাইতে গেলে সে বলে তার কোন দায়িত্ব নেই এবং সে কোন অর্থ পরিশোধ করেনি। আমার ভগ্নপিতা তাকে বাসা থেকে তাড়িয়ে দিয়ে এবং সেখানে একটা টলেভিশন ও একটা রসিভার পয়ে সেগুলো নজিরে বাসায় নিয়ে আসে। তিনি টলেভিশনটা বিক্রি করে দিতে চান এবং ভাড়ার বদলে উক্ত অর্থ গ্রহণ করতে চান। এর বধিান কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

এ মাসয়ালাটা ফকিহবদি আলমেদরে নকিট مسألة الظفر নামে পরিচিতি। এ মাসয়ালা দ্বারা উদ্দেশ্য হল— যদি কোন জালমিরে কাছে আপনার কোন পাওনা থাকে; কিন্তু আপনি তার থেকে উক্ত পাওনা আদায় করতে না পারেন, তবে আপনি তার থেকে কোন জনিসি জব্দ করতে পারলে সক্ষেত্রে উক্ত জনিসি থেকে আপনি আপনার পাওনা পরিমাণ গ্রহণ করা কি জায়যে হবে; নাকি হবে না?

এটি আলমেদরে মাঝে মতভেদপূর্ণ বিষয়: কটে কটে জায়যে বলছেন। কটে কটে হারাম বলছেন। আর কটে কটে শর্তসাপেক্ষে জায়যে বলছেন।

[দখুন: আল-খরাশরি রচিতি ‘শারহু মুখতাসারি খলি’ (৭/২৩৫), ‘আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা’ (৫/৪০৭), ‘তারহুত-তাছরবি’ (৮/২২৬-২২৭), ‘ফাতহুল বারী’ (৫/১০৯) ও ‘আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়া’ (২৯/১৬২)]

শাইখ বনি জবিরীন (রহঃ) বলেন:

এর অবস্থা ব্যক্তভিদি ভিন্ন ভিন্ন হবে: যদি জানা যায় যে, লোকটি বপেরোয়া, অস্বীকারকারী ও বনি ওজরে টালবাহানাকারী তাহলে জায়যে হবে। আর যদি এক্ষেত্রে কোন প্রকার সংশয় থাকে তাহলে সংশয়ের কারণে হারাম বলা হবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।[সমাপ্ত]



শাইখের ওয়েবসাইটে থেকে:

<http://ibnjebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=9518&parent=786>

ইতিপূর্ববে 27068 নং প্রশ্ননোত্তরে মজলুমেরে জন্য তার প্রাপ্য পাওনা কোনরূপ বৃদ্ধি ব্যতিরেকে জালমিরে কোন সম্পদ জব্দ করতে পারলে সেটো থেকে গ্রহণ করা জায়যে মরমরে অভিমতটিকে অগ্রগণ্যতা দেওয়া হয়েছে।

সুতরাং বাসার মালকিরে জন্য ভাড়া বাবদ পাওনা যদি কোনরূপ সংশয় ও বাদানুবাদ ব্যতিরেকে ভাড়াটয়ী থেকে সাব্যস্ত হয় তাহলে ভাড়ার পরমাণ অর্থ ভাড়াটয়ীর সম্পদ থেকে গ্রহণ করতে কোন বাধা নই।

পক্ষান্তরে, উভয় পক্ষের মাঝে যদি ভাড়া নিয়ে বাদানুবাদ থাকে তাহলে এ বাদানুবাদ নরিসনেরে ফয়সালা করবনে বচিরক।

দুই:

আমরা জায়যে হওয়ার পক্ষে অভিমত দচ্ছি ঠিকি; তবে ভাড়াদাতার জন্য এ টলেভিশিন কথিবা এ রসিভির হারাম কাজে ব্যবহার করা জায়যে হবে না। যমেন- য়ে সব সনিমো ও সরিয়াল দখো হারাম, য়েগুলো দখোর মাধ্যমে অশ্লীলতা বসিতার লাভ করছে, য়েগুলোর কারণে মুসলমানদেরে বাসাবাড়িতে অনষ্টি ছড়িয়ে পড়ছে; এমন কচ্ছি দখোর মাধ্যমে আল্লাহর অবাধ্যতার পথে এগুলোকে ব্যবহার করা কথিবা এমন কারো কাছে বক্রি করা য়ার ব্যাপারে প্রবল ধারণা হয় য়ে, সে ব্যক্তি হারাম কাজে এটিকে ব্যবহার করবে।

স্থায়ী কমটির ফতোয়াসমগ্র (১৩/১০৯) এসছে- “প্রত্যকে য়ে জনিসি হারাম ক্ষত্রে ব্যবহৃত হয় কথিবা প্রবল ধারণা হয় য়ে, তা হারামেরে ক্ষত্রে ব্যবহৃত হবে সেটো উৎপাদন করা, আমদানি করা, বক্রি করা ও বাজারজাত করা হারাম।”[সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলনে:

“টলেভিশিন যদি এমন ব্যক্তির কাছে বক্রি করা হয় যিনি এটাকে বধৈভাবে ব্যবহার করবনে; যমেন—এর মাধ্যমে এমন সব ফলিম দখোবনে য়েগুলো দখে মানুষ উপকৃত হয়; তাহলে এতে কোন আপত্তি নই। পক্ষান্তরে, যদি সর্বস্তরেরে মানুষেরে কাছে টলেভিশিন বক্রি করা হয় তাহলে সে ব্যক্তি গুনাহগার হবে। কনেনা অধিকাংশ মানুষ টলেভিশিনকে হারাম কাজেই ব্যবহার করে। নঃসন্দহে টলেভিশিনে য়া কচ্ছি দখোনো হয় এর কচ্ছি আছে মুবাহ বা বধৈ শ্রণীয়। কচ্ছি আছে উপকারী। আর কচ্ছি আছে হারাম ও ক্ষতকির। অধিকাংশ মানুষ কোনটা উপকারী ও কোনটা ক্ষতকির সেটো পার্থক্য করতে পারে না।”[আল-লক্বি আস-শাহরি (১/৪৯) থেকে সংক্ষপেতি ও সমাপ্ত]

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।